

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে মুক্ত না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

২৯ আগস্ট ২০২৬, ১৭:৩৫

[বাংলাট্রিবিউনকে গুগল পছন্দে যুক্ত করুন!](#)



‘আইন-শৃঙ্খলা অবনতির বহুমাত্রিক কারণ ও টেকসই সমাধানের উপায়’ শীর্ষক গোলটেবিল

রাজনৈতিক প্রভাব, বিচারে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্বল বিচারব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান মব ভায়োলেন্স ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কারণে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম নাজুক হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন একটি গোল টেবিল বৈঠকে অংশ নেওয়া বক্তারা।



বক্তারা বলেন, কোনো নির্দিষ্ট সরকারের সমালোচনা নয়, বাস্তবতার নিরিখে অপরাধের মূল কারণ চিহ্নিত করে একটি সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ রাষ্ট্র গঠনে টেকসই সমাধান খুঁজে বের করাই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

সিআইপিজির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার এ এস এম শাহরিয়ার কবির।

আলোচনায় অংশ নেন সিআইপিজির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক সিনিয়র সচিব মো. সফিউল্লাহ, সাবেক সচিব মো. হুমায়ুন কবীর, ঐতিহাসিক মাসদার হোসেন মামলার বাদী ও সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মো. মাসদার হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এবিএম গোলাম মুস্তফা এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুল কাইয়ুম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাবেক সচিব মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হক বলেন, বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে খুন-খারাবি ও সহিংসতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে, যা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে।

তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের প্রাথমিক ও মৌলিক দায়িত্বগুলোর একটি। অপরাধের মূল উৎপত্তি খুঁজে বের করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সুনামগরিক তৈরির দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সমাজের প্রতিটি স্তরকে এগিয়ে আসতে হবে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্থায়ী উন্নতির জন্য সরকার, বিরোধী দল, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় সমন্বয় গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

মূল প্রবন্ধে ব্যারিস্টার এ এস এম শাহরিয়ার কবির বলেন, নাগরিক হিসেবে আমরা সরকারকে কর দিই। তাই আমাদের জানমালের সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। যে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, সে রাষ্ট্র শাসন করার অধিকার রাখে না।

তিনি বলেন, গত ৫৫ বছরের ইতিহাসে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ‘পুলিশ’ কেবল ক্ষমতাসীন সরকারের অনুগত হয়ে কাজ করেছে, জনগণের সুরক্ষায় নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অপরাধবিদ্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও গবেষণায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় আফসোস প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, পিনাল কোডে হত্যার সংজ্ঞায়ন এবং ১৮৬০ সালের পুরোনো পুলিশ আইন যুগোপযোগী না হওয়া, দুর্বল তদন্ত ব্যবস্থা ও পুলিশের নিজেদের অপরাধ নিজেদের দিয়ে তদন্ত করানোর সংস্কৃতি পুরো আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে তুলেছে। বিচারে দীর্ঘসূত্রতার কারণে নির্দোষ মানুষকে বছরের পর বছর কারাগারে কাটাতে হচ্ছে, যা তনু হত্যা মামলার মতো ঘটনায় দৃশ্যমান।

তিনি আরও জানান, বিচার বিভাগ থেকে সরকার বছরে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করলেও বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় মাত্র ২৬০ কোটি টাকা। আর ২০ কোটি মানুষের জন্য আপিল বিভাগে মাত্র তিন ঘণ্টার সময়কাল আন্তর্জাতিক মানে একেবারেই অপ্রতুল।

এই অসভ্য পরিবেশ থেকে উত্তরণে সদিচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ওপর জোর দেন তিনি।

সাবেক সচিব মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, কোনো কাঠামোগত আইন পরিবর্তনের আগে রাষ্ট্র ও সমাজে সর্বাগ্রে ‘সং ও নৈতিক মানুষ’ তৈরি করতে হবে। অন্যথায় কোনো আইনই কার্যকর সুফল দেবে না।

পরিশেষে সিআইপিজির নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব ড. খুরশীদ আলম উপস্থিত অতিথি, আলোচক ও গণমাধ্যমকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

 বাংলা ট্রিবিউনের খবর পেতে গুগল নিউজে ফলো করুন

/আইএ/ইউএস/

ওবায়দুল কাদেরসহ আ.লীগ-ছাত্রলীগের ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড: কোন অপরাধে কী সাজা হলো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৪:১২



ওবায়দুল কাদের, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, মোহাম্মদ আলী আরাফাত, শেখ ফজলে শামস পরশ, মাইনুল হোসেন খান নিখিল, সাদ্দাম হোসেন ও ওয়ালি আসিফ ইনান

চবিশের জুলাই গণআন্দোলনের সময়কার মানবতাবিরোধী অপরাধে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল এ রায় ঘোষণা করবেন। বিচারিক প্যানেলের বাকি দুই সদস্য হলেন— বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদ ও বিচারক নূর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কবীর।

মৃত্যুদণ্ড পাওয়া অপর আসামিরা হলেন— আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ওয়ালি আসিফ ইনানের রায় পড়া শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, আসামিরা সবাই পলাতক।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সাত আসামির বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শেষে রায় ঘোষণা করেন ট্রাইব্যুনাল।

আসামিদের যে অপরাধে যে সাজা দিলেন ট্রাইব্যুনাল

আসামি ওবায়দুল কাদেরের (পলাতক) বিরুদ্ধে গঠিত ১ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং ২ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এছাড়া ৩ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদণ্ডে এবং ৪ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আসামি আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের (পলাতক) বিরুদ্ধে গঠিত ২ নম্বর অভিযোগে হতে খালাস প্রদান করা হয়। তবে ১ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাকে। এছাড়া ৩ ও ৪ নম্বর অভিযোগ একত্রে বিবেচনা করে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আসামি আলী আরাফাতের (পলাতক) বিরুদ্ধে গঠিত ৩ নম্বর অভিযোগ হতে তাকে খালাস প্রদান করা হয়। তবে ১ ও ৪ নম্বর অভিযোগে একত্রে বিবেচনা করে দোষী সাব্যস্তক্রমে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এছাড়া ২ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আসামি শেখ ফজলে শামস পরশের (পলাতক) বিরুদ্ধে গঠিত ১ নম্বর অভিযোগ তাকে হতে খালাস প্রদান করা হয়। তবে ২ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এছাড়া তার বিরুদ্ধে গঠিত ৩ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদণ্ডে ও ৪ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আসামি মো. মাইনুল হোসেন খান নিখিলের (পলাতক) বিরুদ্ধে গঠিত ১ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং ২ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এছাড়া ৩ নম্বর ও ৪ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আসামি মো. সাদ্দাম হোসেনের (পলাতক) বিরুদ্ধে গঠিত ১ ও ২ নম্বর অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্তক্রমে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে গঠিত ৩ ও ৪ নম্বর অভিযোগ একত্রে বিবেচনায় দোষী সাব্যস্তক্রমে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আসামি শেখ ওয়ালী আসিফ ইনানের (পলাতক) বিরুদ্ধে গঠিত ১ ও ২ নম্বর অভিযোগে দোষী সাব্যস্তক্রমে তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পাশাপাশি ৩ ও ৪ নম্বর অভিযোগ একত্রে বিবেচনা করে দোষী সাব্যস্তক্রমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

একই সঙ্গে আসামি ওবায়দুল কাদের, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, মোহাম্মদ আলী আরাফাত, শেখ ফজলে শামস পরশ এবং মাইনুল হোসেন খান নিখিলের সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক (পঞ্চাশ শতাংশ) বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে জুলাই-আগস্ট-২০২৪ সময়কালে নিহত ও আহত সব ব্যক্তি বা তাহাদের পরিবারবর্গকে জুলাই ফাউন্ডেশন বা অন্যকোনও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সাত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ

ওবায়দুল কাদের

চব্বিশশের জুলাই গণআন্দোলন চলাকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী আসামি ওবায়দুল কাদেরের অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ব্যপক মাত্রায়, পদ্ধতিগতভাবে নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা ও নির্যাতনের অপরাধ সংঘটন করেন। যা আসামির নির্দেশ, উসকানি, প্ররোচনা, সহায়তায়, সম্পৃক্ততায় ও জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে।

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম

চব্বিশের জুলাই গণআন্দোলন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক মাত্রায়, পদ্ধতিগতভাবে নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা ও নির্যাতনের অপরাধ সংঘটন করেন। যা আসামির নির্দেশ, উসকানি, প্ররোচনা, সহায়তায়, সম্পৃক্ততায় ও জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে।

মোহাম্মদ আলী আরাফাত

চব্বিশের জুলাই গণআন্দোলন চলাকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা ও তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতের অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ দলের অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক মাত্রায়, পদ্ধতিগতভাবে নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা ও নির্যাতনের অপরাধ সংঘটন করেন। যা আসামীর নির্দেশ, উসকানি, প্ররোচনা, সহায়তায়, সম্পৃক্ততায় ও জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে।

শেখ ফজলে শামস পরশ

চব্বিশের জুলাই গণআন্দোলন চলাকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশের অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক মাত্রায়, পদ্ধতিগতভাবে নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা ও নির্যাতনের অপরাধ সংঘটন করেন। যা আসামীর নির্দেশ, উসকানি, প্ররোচনা, সহায়তায়, সম্পৃক্ততায় ও জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে।

মাইনুল হোসেন খান নিখিল

চব্বিশের জুলাই গণআন্দোলন চলাকালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিলের অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক মাত্রায়, পদ্ধতিগতভাবে নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা ও নির্যাতনের অপরাধ সংঘটন করেন। যা আসামির নির্দেশ, উসকানি, প্ররোচনা, সহায়তায়, সম্পৃক্ততায় ও জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে।

মো. সাদ্দাম হোসেন

চব্বিশশের জুলাই গণআন্দোলন চলাকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. সাদ্দাম হোসেন সারাদেশে তার অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ব্যপক মাত্রায়, পদ্ধতিগতভাবে নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা ও নির্যাতনের অপরাধ সংঘটন করেন। যা আসামির নির্দেশ, উসকানি, প্ররোচনা, সহায়তায়, সম্পৃক্ততায় ও জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে।

শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান

চব্বিশশের জুলাই গণআন্দোলন চলাকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান সারাদেশে তার অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রনাধীন ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ-সংগঠনের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক ব্যপক মাত্রায়, পদ্ধতিগতভাবে নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা ও নির্যাতনের অপরাধ সংঘটন করেন। যা আসামির নির্দেশ, উসকানি, প্ররোচনা, সহায়তায়, সম্পৃক্ততায় ও জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত কাজের মাধ্যমে আসমিরা হত্যা, হত্যার চেষ্টা, নির্যাতন এবং অন্যান্য অমানবিক আচরণ, অপরাধ সংঘটনের প্ররোচনা, উসকানি, ষড়যন্ত্র, সম্পৃক্ততা এবং অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধে ব্যর্থতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর অধীনে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠন করেছে। যা একই আইনের শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেও জানিয়েছে প্রসিকিউশন।

